এমন একজন প্রযোজকই খুঁজছিলাম

----------- এটিএম শাসুজ্জামান

এটিএম ভাইকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি

----------- হাবিবুর রহমান

দীর্ঘ বছর ধরে মনের মধ্যে পরিচালক হওয়ার ইচ্ছাটা লুকিয়ে ছিলো। যারা আপনজন তাদের কাছে এই ইচ্ছার কথাটা বলতাম যে আমার মনের মত একজন প্রযোজক পাবও না পরিচালক হওয়াও হবে না। কেননা প্রযোজকরা পরিচালকদের ওপর কর্তৃত্ব করে। আমি সে ধরনের পরিচালক হতে চাই না। আমি চাই সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনভাবে ছবি বানাতে। কথাগুলো বলছিলেন চলচ্চিত্র ও টিভি মিডিয়ার জনপ্রিয় অভিনেতা এটিএম শাসুজ্জামান। তিনি বলেন, একদিন ক্যামেরাম্যান জেড এইচ মিন্টু আমার কাছে নিয়ে এলেন প্রযোজক হাবিবুর রহমানকে। মিন্টু বললেন হাবিব আপনাকে দিয়ে একটি ছবি বানাতে চায়। মিন্টু হাবিবকে সব বলেই এনেছিল বোধ হয়। আমি যখন হাবিবকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি ছবির গল্প শুনবে? তখন সে বলল, না গল্প শুনব না। আপনি আমার চেয়ে অনেক জ্ঞানী ও গুণী। আপনি যে গল্প লিখবেন সেটাই চলচ্চিত্র হবে। আমার কোনো কথা থাকবে না। এটিএম শামসুজ্জামান বললেন, তখনই মনে হলো এই প্রযোজককে দিয়েই হবে। সত্যিকার অর্থে এমন একজন প্রযোজকই আমি খুঁজছিলাম। তিনি বলেন, আমার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এখন ভালো প্রযোজক পেলে আবার ছবি বানাব। নইলে এখানেই শেষ। তিনি বলেন, এবাদত আমার একটি স্বপ্নের গল্প। এমন একটি গল্পের চিত্ররূপ দিতে পেরে আমি ভীষণ আনন্দিত। রিয়াজ ও শাবনূর দুজনেই ভালো অভিনয় করেছে। সবচেয়ে বড় কথা ছবির প্রযোজক আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে বলে এমন একটি সুন্দর ছবি বানাতে পেরেছি।

এটিএম শাসুজ্জামানের মত একজন সিনিয়র পরিচালকের দীর্ঘদিনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পেরে আমি গর্বিত- কথাগুলো বললেন এবাদত ছবির প্রযোজক হাবিবুর রহমান। তিনি বলেন, তিনি আমার প্রযোজিত ছবি বানাতে যখন সম্মতি দিয়েছেন তখনই মনে হয়েছে আমি একটি ভালো কাজ করতে যাচ্ছি। এটিএম ভাই ভালো কিছু করবেন এটাই আমার বিশ্বাস। এবাদত ছবি দেখে তিনি যে ভালো ছবি বানিয়েছেন সেটা শুধু আমি বলছি না অনেকেই বলছেন। এখানেই আমার স্বার্থকতা।

হাবিবুর রহমান বলেন, এটিএম ভাই যখন নায়ক রিয়াজকে গল্প শোনাতে তার বাসায় গিয়েছেন তখন আমিও তার সঙ্গে যাই। রিয়াজকে গল্প শোনানোর সময়ই প্রথম আমি এবাদত ছবির গল্প শুনি। এটিএম ভাইকে ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি। তিনি ছবি নির্মাণর সময় যা কিছু চেয়েছেন আমি সেটাই দিয়েছি। এমনকি কোনো শিল্পীকেই আমার পছন্দে নেইনি। সবাইকে কাস্ট করেছেন তিনি। হাবিবুর রহমান বলেন, ছবির রেজাল্ট কি হবে তা আমি জানি না। তবে বিজ্ঞ লোকজন বলছেন, ছবিটা ভালো হয়েছে এটাই আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া। হাবিবুর রহমান বলেন, রিয়াজ তার জীবনের দেড় শতাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। এটি তার ১৫১তম ছবি। এবাদত তার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় সমৃদ্ধ ছবি বলে তিনি বলেছেন। শাবনূরও বলেছেন, তার জীবনের অভিনীত ছবিগুলোর মধ্যে এবাদত অন্যতম ছবি। তিনিও ছবির সাফল্য কামনা করেছেন। হাবিবুর রহমান বলেন, ছবিটি সব দর্শকদের সিনেমা হলে গিয়ে দেখার অনুরোধ করছি।

বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব শফি বিক্রমপুরীর আজ জন্মদিন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব ও রাজনীবিদ শফি বিক্রমপুরীর আজ জন্মদিন। বাংলা ১৩৫০ সালের ২০ আষাঢ় তিনি মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলায় মত্ত গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৩-৬৪ সালের দিকে তিনি চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হন। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'অরুনোদয়ের অগ্নিসাক্ষী' ছবিটি পরিবেশনা ও প্রযোজনার মাধ্যমে চলচ্চিত্রাঙ্গণে নিজের অবস্থান তৈরী করে নেন। এদেশের চলচ্চিত্রে তিনি প্রায় অর্ধশত ছবি পরিচালনা ও প্রযোজনা করেছেন। যমুনা ফিল্মসের কর্ণধার শফি বিক্রমপুরীর উল্লেখযোগ্য ছবিগুলো হচ্ছে- ডাকু মনসুর, রাজদুলারী, বাহাদুর, সজনসখী, মাটির কোলে, সকাল সন্ধ্যা, দেনমোহর প্রভৃতি। বর্তমানে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় রয়েছেন। বিএনপির মুন্সীগঞ্জ জেলার যুগ্ম আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি তিনি লেখালেখি নিয়েও বেশ ব্যস্ত আছেন। ইতোমধ্যে তার লেখা 'ঢাকায় ৫০ বছর' গ্রন্থটি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। জন্মদিনে বিনোদন প্রতিদিনের পক্ষ থেকে তাকে অনেক শুভেচ্ছা।

বালামের প্রতি উৎসাহ হারিয়েছে সংগীতা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ অনেক টাকা ঢেলে হালের আলোচিত শিল্পী বালামের একক এবং তার বোনের সঙ্গে দুটি দ্বৈত অ্যালবাম ক্রয়ের পর একেবারেই হতাশ সংগীতা। বালামকে নিয়ে তাদের আর কোন পরিকল্পনা নেই বলে সঙ্গীতা সূত্রে জানা গেছে। সঙ্গীতার এক মুখপাত্র স্বীকার করেছেন বহু শর্তে নেয়া বালামের অ্যালবামগুলো মোটেই সাফল্যের মুখ দেখেনি। এত সব শর্তের মধ্যে রয়েছে বালামের একক অ্যালবাম কিনতে হলে তার বোন জুলির অ্যালবামটিও নিতে হবে। বালাম সংশ্লিষ্ট যে কোন অ্যালবামের সব রকম স্বত্ব বালামের থাকবে। অনেক আশা নিয়ে একাধিক শর্ত মেনেও সফল হতে পারেনি সংগীতা। এত শর্তের ভার বইতে সঙ্গীতার আর কোন উৎসহ নেই বালামকে নিয়ে। সম্প্রতি বালামের বাগদান সম্পন্ন হওয়ার পর সঙ্গীতার প্রতিক্রিয়া জানতে গেলে এসব ভেতরের কথা বেরিয়ে আসে। এই ব্যানারে বালামের একক বালাম-টু। বালাম-জুলি এবং স্বপ্নের পৃথিবী নামে দুটি দ্বৈত অ্যালবাম বাজারজাত করছে সংগীতা।

বাংলাদেশের স্টার সিনেপ্লেক্সে ঐশ্বরিয়া

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশে ঐশ্বরিয়া ভক্তদের জন্য সুসংবাদই বটে। চলতি বছরের ৬ ফেব্রুয়ারী হলিউডে মুক্তি পাওয়া হ্যারল্ড জোয়ার্ট পরিচালিত কমেডি ছবি 'পিং প্যান্থার-২' এখন বাংলাদেশের সিনেমা থিয়েটার স্টার সিনেপ্লেক্সে চলছে। আলোচিত এই কমেডি ছবিতে অভিনয় করেছেন বলিউড তারকা অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চন। ৪টি ব্রিটিশ ছবিতে অভিনয় করলেও এটিই হলিউডে ঐশ্বরিয়ার প্রথম ছবি। সম্প্রতি স্টার সিনেপ্লেক্সে 'পিং প্যান্থার-২' মুক্তি উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলন এবং প্রিমিয়ার শো'র আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে স্টার সিনেপ্লেক্সের চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান বলেন, 'দর্শকদের আগ্রহের কথা বিবেচনা করে আমরা হলিউডের আলোচিত কমেডি ছবি পিং প্যান্থার-২ আমাদের প্রেক্ষাগৃহে এনেছি। এছাড়াও হলিউডের বিখ্যাত প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাদের চুক্তি সম্পাদন করেছি, যাতে করে হলিউডের ছবিগুলো বাংলাদেশের দর্শকরা দ্রুত উপভোগ করতে পারে। আর দেশের মানসম্পন্ন ও রুচিশীল ছবি আমাদের প্রেক্ষাগৃহে প্রচারে অবশ্যই প্রাধান্য দিব।' সংবাদ সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্টার সিনেপ্লেক্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস মিরকা ক্রিস্টিনা রহমান এবং ডেপুটি ম্যানেজার (মার্কেটিং এন্ড পিআর)

চলচ্চিত্র পরিবারের মিলনমেলা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ এই সময়ে চলচ্চিত্রের লোকজনের পরিবারের মিলনমেলা হয় না বললেই চলে। কোন উপলক্ষও থাকে না। উপলক্ষ সৃষ্টির তাগিদও অনেকে অনুভব করেন না। সম্প্রতি এমন একটি উপলক্ষের সৃষ্টি হয়েছিল। পিরিতের দোকানদারি সিনেমার অডিও সিডি প্রকাশনা অনুষ্ঠানে– হাজির হয়েছিলেন মুভি মোগলখ্যাত এ কে এম জাহাঙ্গীর খান, বিশিষ্ট প্রযোজক প্রদীপ দে, ষাটের দশকের সাড়া জাগানো নায়িকা কৃষ্ণা কাবেরী, চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শরিফ উদ্দিন খান দীপু, ঋদ্ধি টকিজের প্রযোজক সুমন দে ও নিশা তাসনিম শেখ, নায়ক ইমন, নায়িকা শাবনূর, কৃষ্ণা কাবেরীর মেয়ে টিকলি ও ঋদ্ধি টকিজের ছোট্ট ঋদ্ধি। অনুষ্ঠানে তারা একে অপরের খোঁজখবর নেন। খোশগল্পে মেতে উঠেন। চলচ্চিত্রের নবীন ও প্রবীণের এই মিলন মেলা নিঃসন্দেহে চলচ্চিত্রে সুষ্ঠু পরিবেশের সহায়ক হবে।

ফ্রিডা পিন্টো ঃ ঐশ্বর্যর আরেক প্রতিদ্বন্দ্বী

বলিউডে ঐশ্বর্য রাইয়ের এখনও অবস্থান আছে। তার তারকা খ্যাতির কারণে বড় বড় আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলো তাকে তাদের পণ্যের জন্য উপস্থাপন করতে চায়। কিন্তু তার অবস্থান এখন আর তেমন জোরালো নেই। এই কিছুদিন আগে জানা গিয়েছিল এমন কি সোনম কাপুরের মত নবাগত তারকা তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছেন। কিন্তু একেবারে সম্প্রতি জানা গেছে, শুধু সোনম নয় আরও একজন তারকা তার আসন টলাতে এসে গেছেন। আর তিনি হলেন স্লামডগ মিলিওনেয়ার তারকা ফ্রিডা পিন্টো। এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, একটি বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড ফ্রিডা পিন্টোকে তাদের ব্র্যান্ড প্রতিনিধি হিসেবে মনোয়ন করেছে। উল্লেখ্য, ঐশ্বর্য রাই একই ব্র্যান্ডের আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর।

আরেকটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা গেছে, ফ্রিডা যেহেতু এই ব্র্যান্ডটির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মডেল হচ্ছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশ্বের শীর্ষ চলচ্চিত্র উৎসবগুলোতে ঐশ্বর্য রাইয়ের পাশেই হাঁটবেন। তার এই দায়িত্ব শুরু হবে আগামী বছর থেকে।

ফ্রিজ পিন্টো এরই মধ্যে হলিউডের বড় স্টুডিওগুলোর একাধিক চলচ্চিত্রে কাজ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। ২০১০ সালে তিনি এই চলচ্চিত্রগুলোর কাজ ছাড়াও বড় কিছু চলচ্চিত্র উৎসবে জুরি বোর্ডের সদস্য হবে। স্পষ্টতই বোঝা যায়, ঐশ্বর্য রাইয়ের একচ্ছত্র আধিপত্য খর্ব হতে যাচ্ছে।

জর্জ ক্লুনি জানালেন তিনি মারা যাননি

হলিউডের প্রথম সারির তারকারদের নিয়ে মাঝে মাঝে মৃত্যুর গুজব ছড়ানো হয়। এই তালিকায় যোগ হল জর্জ ক্লুনির নাম। অভিনেতা জেফ গোল্ডব্লাম এবং গায়িকা ব্রিটনী স্পিয়ার্সের মত তাকেও জানাতে হল যে তিনি মারা যাননি এবং কেউ বদরসিকতার উদ্দেশ্যে তার মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়েছে। একই দিনে মাইকেল জ্যাকসন আর ফারাহ ফাসটের মৃত্যুর পর অনেকেই ক্লুনি মৃত্যুকে সত্য বলে ধরে নিয়েছিল।

জর্জ ক্লুনির মৃত্যু গুজবের প্রথম ধাক্কাটি নিতে হয়েছে তার প্রচার কর্মী স্ট্যান রোসেনফিল্ডকে। অসংখ্য ফোন পেতে পেতে এক সময় তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

ফাঁদে পড়েন জেফ গোল্ডাব্লাম একজন অনলাইন গুজব স্রষ্টা ছড়িয়ে দেয় যে, মাইকেল জ্যাকসন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার কয়েক ঘণ্টা পর গোল্ডব্লাম নিউজিল্যান্ডে শুটিংরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

এরপরই ব্রিটনীর ভুয়া মৃত্যু সংবাদ ছড়ানো হয়। ব্রিটনীর মুখপাত্র সংবাদ মাধ্যমকে নিশ্চিত করেন যে, ব্রিটনী স্পিয়ার্স মারা যাননি। একজন হ্যাকার ব্রিটনীর টুইটার সাইটে ঢুকে ২ মিলিয়ন ভক্তকে এই গুজব ছড়িয়ে দেয়।

-গ্রন্থনা : মোহাম্মদ শাহ আলম

বলিউড শীর্ষ পাঁচ

১। নিউ ইয়র্ক (জন এব্রাহাম, ক্যাটরিনা কাইফ, নীল নিতিন মুকেশ, ইরফান খান) ২। পেয়িং গেস্টস (শ্রেয়াস তালপাড়ে, জাভেদ জাফরি, আশীষ চৌধুরী, সেলিনা জেটলি) ৩। কাল কিসসে দেখা (জ্যাকি ভাগনানি, বৈশালি দেশাই, ঋষি কাপুর, সতীশ শাহ) ৪। রানওয়ে (অমরজিত, টিউলিপ জোশি, দীপাল শু, লাকি আলী, সারওয়ার আলী) ৫। নাইন্টি নাইন (কুনাল খেমু, সোহা আলী খান) ৪। টিম-দ্য ফোর্স (সোহেল খান, অমৃতা অরোরা, যশ টঙ্ক)

হলিউড শীর্ষ পাঁচ

১। ট্রান্সফর্মার্স ঃ রিভেঞ্জ অব দ্য ফলেন (শায়া লাবফ, মেগান ফক্স) ২। দ্য প্রোপোজাল (স্যান্ড্রা বুলক, রায়েন বেনল্ডস) ৩। দ্য হ্যাঙওভার (ব্র্যাডলি কুপার, জাস্টিন বার্টা) ৪। আপ (এনিমেশন, ভয়েস ওভার : এডওয়ার্ড অ্যাসনাব, ক্রিস্টোসর প্লামার, ডেনারয় লিন্ডো) ৫। মাই সিস্টার'স কিপার (অ্যালেক বল্ডউইন, এবিগেল ব্রেসলিন, জোন কিউস্যাক, ক্যামেরন ডিয়াজ)

শেষ হচ্ছে ধারাবাহিক নাটক ভাঙন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শেষ হয়ে যাচ্ছে দেশ টিভির চলতি ধারাবাহিক নাটক 'ভাঙন'। তৌহিন হাসানের রচনায় ও পারভেজ আমিন পরিচালনায় ধারাবহিক নাটক 'ভাঙন'-এর শেষ পর্ব প্রচার হবে ৫ জুলাই। নাটকটি প্রতি রবি ও সোমবার রাত ৯টা ৩০ মিনিটে প্রচার হয়। নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন– আফরোজা বানু, আজাদ আবুল কালাম, চাঁদনী, হিল্লোল, শ্রাবন্তী দত্ত, তিন্নি, সজল, দিহান, ইলোরা গহর, শামসুল আলম বকুল। কাহিনী গড়ে উঠছে ৮০ বছর বয়সী রহমান সাহেবকে নিয়ে। প্রায় ২০ বছর ধরে তিনি বিছানায় পড়ে আছেন প্যারালাইসিসে। সরকারী চাকরি করতেন। স্ত্রী মারা গেছেন অনেক আগেই। সারা জীবনের উপার্জনের সম্বল এই বাড়িটাই রয়েছে। এখন বেঁচে আছেন ছেলেদের সেবায়। রহমান সাহেবের বড় ছেলে মবিন বয়স ৫০-এর কাছাকাছি। রাশভারী লোক। চাকরি করতেন বড় পদে। সৎ এবং এক ঘেঁয়েমির কারণে খুব বেশিদিন চাকরি করতে পারেননি। বাবার অসুস্থতার কারণে তাকেই পরিবারের হাল ধরতে হয়। এবং তিনি মানুষ করেন বাকি ভাই-বোনদের। যার কারণে এই বাড়ির অনেকটা শাসনভার তার উপর। স্ত্রী রাহেলা। সংসার নিয়ে ব্যস্ত। তাদের ছেলে মেয়ে নেই। রহমান সাহেবের মেঝো ছেলে শফিক। বয়স ৪৭। বাম রাজনীতি করতেন। সাথে লেখালেখিও। ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন নীরা কে। শফিক-এর সংসার ভালো লাগত না। বেশিরভাগ সময়টা কাটতো দেশে দেশে ঘুরে রাজনীতি আর জেলখানায়। তখন তাদের ১০/১২ বছরের দু'সন্তান তপু আর তিথি। শফিকের সংসারের প্রতি অবহেলা একঘেঁয়েমি জীবনে নীরা তখন অতিষ্ঠ। শফিকের একবারে ছোট ভাই রফিক তখন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ে। নীরার এই নিঃসঙ্গ জীবনে একমাত্র সঙ্গি ছিল রফিক। নীরা এবং রফিকের সম্পর্ক পরে বিয়েতে গড়ায়। তাদের এই বিয়ে মেনে নেয়নি কেউ। রফিক স্কলারশিপ নিয়ে নীরাসহ পাড়ি জমায় বিদেশে। এর পর শফিক নিরুদ্দেশ।